بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১১ আগস্ট, ২০২৩ মোতাবেক ১১ যহুর, ১৪০২ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারি, যা তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসের জামা'তের প্রতি প্রতিনিয়ত হয়ে থাকে, এর উল্লেখ জলসার রিপোর্টে করা হয়। আমি বলেছিলাম, সংক্ষিপ্ত সময়ে সবকিছু বর্ণনা করা সম্ভব হয় না যে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেন, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা জামা'ত সম্পর্কে (জানার জন্য) মানুষের হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দেন, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা (মানুষের) ঈমানকে সুদৃঢ় করেন, কীভাবে তিনি শত্রুদের ব্যর্থ করেন। অসংখ্য ঘটনা মানুষ লিখে পাঠায়। সেগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটি আমি আজও বর্ণনা করব, কেননা এসব ঘটনা বহু আহমদীর ঈমানকে দৃঢ় করার কারণ হয়।

আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে তবলীগের বিভিন্ন মাধ্যমে পুণ্যাত্মাদের জামা'তে নিয়ে আসছেন আর নতুন নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, সে সম্পর্কে কঙ্গো কিনশাসা থেকে, যেখানে আমাদের এফএম রেডিও রয়েছে, সেখানকার স্থানীয় মিশনারি হামীদ সাহেব লিখেছেন যে, ওয়েরা শহরে আমাদের রেডিও অনুষ্ঠান শুনে স্থানীয় মসজিদের ইমাম ঈসা সাহেব যোগাযোগ করেন আর এরপর তিনি মিশন হাউসে আসেন। জামা'তের শিক্ষা বুঝে বয়আত করে নেন। আর শুধু বয়আতই করেন নি, বরং নিজ গ্রাম কেলিবা আন্ধেরি গিয়ে তবলীগ করাও আরম্ভ করেন। তার তবলীগের ফলে ২৪জন লোক আহমদীয়াত গ্রহণ করে। আমাদের কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগের সফরের সময় সেখানে আরও ৮ ব্যক্তি বয়আত করে। এভাবে সেখানে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। দেখুন! একদিকে যারা পুণ্য প্রকৃতির ইমাম রয়েছেন তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা এই বাণী শুনে তা অনুধাবনের তৌফিক দান করেন, অপরদিকে পাকিস্তানী আলেমরা বিরোধিতা ছাড়া আর কিছুই করতে জানে না।

কঙ্গো কিনশাসার মাইনদোম্বে প্রদেশে আমাদের মুবাল্লিগ উমর মুনাওয়ার সাহেব কাজ করেন। তাকে তবলীগের উদ্দেশ্যে একটি গ্রামে প্রেরণ করা হয়। ওয়াহাবী মুসলমানদের একটি মসজিদেও তিনি যান; মানুষের মাঝে লিফলেট ইত্যাদি বিতরণ করেন। তখন কতিপয় দুষ্ট প্রকৃতির যুবক মসজিদ থেকে বের হয়ে হৈচৈ আরম্ভ করে দেয় আর পাথর নিক্ষেপ করা আরম্ভ করে। (কেউ কেউ) বলে যে, আফ্রিকায় তো মানুষ অশিক্ষিত তাই তারা কথা মেনে নেয়, কিন্তু সেখানেও বিরোধিতা রয়েছে। মুয়াল্লেম সাহেব পাথর থেকে আত্মরক্ষা করে বাকি লোকদের তবলীগ করতে থাকেন। আর সেখানকার লোকেরা তার এই ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতায় বেশ প্রভাবিত হয়। তাদের মধ্য থেকে যারা বেরিয়ে গিয়েছিল এমন কয়েক ব্যক্তি এই কারণে পুনরায় মসজিদে চলে আসে আর তার কথা শুনতে আরম্ভ করে। জামা'ত সম্পর্কিত প্রশ্ন হয়, আপত্তি উত্থাপন করা হয়, বহু প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়। এক দুষ্ট যুবক যে ধৃষ্টতার সাথে কথা বলছিল, সে বলে যে, তোমরা লন্ডন গিয়ে হজ্জ করো, অথচ আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) সব হজ্জ মক্কায় করেছেন। মুয়াল্লেম সাহেব তাকে প্রশ্ন করেন, তুমি আমাকে এটি বলো যে, মহানবী (সা.) কতবার হজ্জ করেছিলেন? এতে সেই যুবক বলে, মহানবী (সা.) তো জন্মের পর থেকে

সারা জীবনই হজ্জ করেছেন। তখন মুয়াল্লেম সাহেব বলেন, মহানবী (সা.) তো কেবল একবারই হজ্জ করেছেন। মসজিদে বসা ইমাম এবং অন্যান্য জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা সেই যুবককে ভর্ৎসনা করে যে, তোমরা এখানে নৈরাজ্য সৃষ্টি করছো। যাহোক, যারা সেখানে নৈরাজ্য সৃষ্টি করছিল তারা লজ্জিত হয়ে সেখান থেকে চলে যায়। কেউ কেউ ইমাম সাহেব ও জামা'তের প্রতিনিধি দলকে নিজেদের ঘরে নিয়ে যায়। তারা ছাড়া আরও দুইজন ইমাম ছিল এবং কিছু লোক ছিল। এভাবে ৪০/৪৫জন লোক সেখানে আহমদীয়া জামা'তের এই তবলীগে প্রভাবিত হয়ে বয়আত গ্রহণ করে আর এখানেও একটি নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়।

গিনি বিসাও থেকে ইমাম তোমানে বলেন যে, আজ পর্যন্ত আমরা জামা'ত সম্পর্কে এটিই শুনে আসছি যে, আপনারা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এবং কুরআন ও হাদীস মানেন না। কিন্তু আজ আমরা জলসার অনুষ্ঠান দেখেছি। আজ জলসার কল্যাণে আমরা আপনাদের খলীফাকে দেখেছি এবং শুনেছি। তিনি তো আল্লাহ্ তা'লা এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) আর কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে নসীহত করেছেন। আজ আমি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছি যে, জামা'তের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার করা হচ্ছে, আর মিথ্যা অপপ্রচার সর্বদা ঐশী জামা'তের বিরুদ্ধেই করা হয়ে থাকে। ইমাম সাহেব বলেন, আমি আজ থেকে আহমদীয়া জামা'তে প্রবেশ করছি আর আমি আমার সকল অনুসারীদের কাছে জামা'তের তবলীগ করব। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি তবলীগ করছেনও আর তার তবলীগে নতুন নতুন জামা'তও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

অতএব আমাদের বিরোধীরাও, যারা পাকিস্তানেও রয়েছে, কেবল বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা করবেন না। বরং আমাদের শিক্ষার কথা শুনুন, পড়ুন, অনুধাবন করুন, এরপর যদি আপত্তি থাকে তা উত্থাপন করুন। একথাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও বারংবার বলেছেন যে, তোমরা অযথাই বিরোধিতা করো, আগে আমার কথাটা অন্ততপক্ষে শুন।

কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা বিরোধিতা সত্ত্বেও আমাদের সাহায্য করেন– এসম্পর্কে লাইবেরিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, দুই বছর পূর্বে নিম্বা কাউন্টির একটি গ্রাম গেনাগ্লে-র কিছু লোক আহমদীয়াত গ্রহণ করে। পূর্বে তারা খ্রিস্টান ছিল অথবা ধর্মহীন ছিল। বয়আতের পর তাদের তরবিয়ত এবং নামাযের ব্যবস্থা কারো ঘরের বারান্দায় করা হয়। স্থানীয় মুবাল্লিগ মুর্তজা সাহেব একদিন নামাযের পর জামা'তের সদস্যদের কাছে এমর্মে দোয়ার আহ্বান জানান যে, দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা মসজিদ বানানোর জন্য আমাদের কোনো উপযুক্ত জমি দান করেন। এই অঞ্চলটি খ্রিস্টান এবং ধর্মহীন লোকদের ঘাঁটি আর তারা মুসলমানদের ভালো চোখে দেখে না। তাই মসিজদের জন্য জমি পাওয়া খুবই কঠিন ছিল। আলোচনা চলছিল, এমন সময় এক ব্যক্তি জনাব ডায়হান যিনি ধর্মহীন ছিলেন, আর খোদার অস্তিত্বেও বিশ্বাস করতেন না, সেখানে বসে ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে বলেন, যখন থেকে মিশনারি সাহেব আমাদের গ্রামে যাতায়াত আরম্ভ করেছেন আমি তার মাঝে খুবই উন্নত চরিত্র লক্ষ্য করেছি। সবার সাথে সাক্ষাৎ করেন, একই প্লেটে খাবারও খেয়ে নেন; এমনকি আমি– যে ব্যক্তি খোদা মানি না আর মদের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকি– আমার কাছেও এসে বসেন আর কুশলাদি জিজ্ঞেস করেন। আমি এরূপ চরিত্রের লোক পূর্বে কখনো দেখিনি। আমার কাছে একটি প্লট রয়েছে, যেখানে আমি আমার ঘর নির্মাণের সংকল্প করেছিলাম। কিন্তু আজ আমি এই প্লটটি মসজিদের জন্য দান করছি। অতএব কিছুদিন পর তিনি রীতিমতো বয়আতও করেন। এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন তার মাঝে সৃষ্টি হয়েছে যে, তিনি মদ্যপানও সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করেন

আর নিষ্ঠার ক্ষেত্রেও উন্নতি করতে থাকেন। নিষ্ঠার ক্ষেত্রে এমন উন্নতি করেন যে, মানুষ লক্ষ্য করল, তিনি সম্পূর্ণভাবে এক পরিবর্তিত মানুষ। এরপর এখানে মসজিদ নির্মাণের কাজও আরম্ভ হয়ে যায়। মানুষ চীফের কাছে আপত্তি করে যে, সেখানে মসজিদ হতে দেয়া যাবে না। কিন্তু জনাব ডায়হান খুবই সাহসিকতার সাথে বলেন, আমি মসজিদের জন্য এই জায়গা দান করেছি, এখানে মসজিদ অবশ্যই হবে। অতএব মসজিদ নির্মিত হয়। আর এই অঞ্চলে এটি প্রথম মসজিদ, এর নাম রাখা হয়েছে 'মসজিদে নূর'। এভাবে অমুসলিম এবং নাস্তিক তথা আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় যারা বিশ্বাসী নয়, তারাও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় কেবল আল্লাহ্ তা'লার সত্তায়ই বিশ্বাসী হয়ে উঠছে না, বরং ইসলামকেও সত্য ধর্ম মেনে গ্রহণ করছে।

বুরুন্ডির একটি উপশহরের নাম হলো নিয়ানযিলাক। এখানে জামা'তের বেশ বিরোধিতা হয়ে থাকে, কেননা এই অঞ্চলে (অ-আহমদী) মুসলমানরাও রয়েছে। সুন্নী মসজিদের ইমাম জামা'তের মসজিদ বন্ধ করার সর্বপ্রকার চেষ্টা করেছে। এর জন্য সে সরকারী কর্মকর্তাদের সাথেও সাক্ষাৎ করেছে, কিন্তু তার কোনো চেষ্টাই সফল হয়নি। আমাদের মুয়াল্লেম হামযা ইন্ডুভিমানা সাহেবকে উক্ত মসজিদের ইমাম প্রশ্নোত্তরের জন্য আহ্বান জানায়। প্রশ্নোত্তরে ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়ে বিতর্ক আরম্ভ হয়। মুয়াল্লেম সাহেব যখন পবিত্র কুরআনের আলোকে ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু প্রমাণ করেন তখন এই নামসর্বস্ব আলেমরা উত্তর তো দিতেই পারে নি, উল্টো মুয়াল্লেম সাহেবের সাথে বিতণ্ডা আরম্ভ করে দেয় আর জামা'তের বিরুদ্ধে কুফরের ফতোয়া আরোপ করে। তখন একজন খ্রিস্টান দাঁড়িয়ে জামা'তের অবস্থানের সমর্থন করেন আর সেই মৌলবির সামনে স্পষ্ট করে বলেন, আহমদীয়া জামা'ত মুসলমান আর আপনার ইসলাম আমাদের বোধগম্য নয়। তাদের কথা তো বোঝা যাচ্ছে যে, তারা কী বলতে চায়। অপরদিকে উক্ত মসজিদের মৌলবিরা পরস্পর ঝগড়াবিবাদে লিপ্ত হয় আর এ কারণে সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। আর তাদের মসজিদটি সরকার তিন মাসের জন্য বন্ধ করে দেয়। যারা আমাদের মসজিদ বন্ধ করাতে চাচ্ছিল তাদের নিজেদেরই মসজিদ বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে একই পদ্ধতি রীতিমতো ষড়যন্ত্রের অধীনে নামসর্বস্ব আলেমরা সর্বত্র অবলম্বন করছে, অর্থাৎ আহমদীদের মসজিদ বন্ধ করাও অথবা পাকিস্তানের ন্যায় যদি মসজিদ বন্ধ না করানো যায় তাহলে মিনার ও মেহরাব ভেঙে দাও। পাকিস্তানের আইনে কোথাও এটি লেখা নেই যে, আহমদীদের মিনার বানানোর অনুমতি নেই। কিন্তু সরকার এই মৌলবিদের সামনে, নামসর্বস্ব ওলামাদের সামনে নতজানু হতে বাধ্য হচ্ছে। যাহোক তারা তাদের পূর্ণ চেষ্টা করছে যেন কোনোভাবে ক্ষতিসাধন করা যায়। কিন্তু ইনশাআল্লাহ্ তা'লা একদিন এরা নিজেরাই সব ধ্বংস হবে। পাকিস্তানে আমাদের ওপর কুরআন শরীফের প্রকাশনায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অনুবাদের তো প্রশ্নই ওঠে না, প্রকাশ করা বা ছাপানোও অমার্জনীয় অপরাধ এবং কুরআন পড়াও (অপরাধ)। বরং কারো কারো প্রতি এজন্য কঠোরতা করা হয়েছে, এমন মামলাও দায়ের করা হয়েছে যে, তুমি কেন পবিত্র কুরআন শুনছিলে, রেকর্ডিং কেন শুনছিলে। এখন এটি হলো এই নাম সর্বস্ব ওলামাদের ইসলাম। মোল্লারা ধর্মকে পুরোপুরি বিকৃত করে রেখেছে। এর বিপরীতে দেখুন আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য কীভাবে পথ খুলছেন, আমরা কীভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পবিত্র কুরআন প্রকাশ করছি, আমাদের কুরআন সব জায়গায় কীভাবে সামদৃত হয়! বিশেষত (আমাদের) অনুবাদ, যা যে ভাষাতেই হয়েছে মানুষের মনোযোগ নিজের দিকে আকর্ষণ করছে। তানজানিয়ার দারুস সালাম থেকে একজন মুয়াল্লেম সাহেব বলেন যে, তিনি একটি অঞ্চলে

লিফলেট বিতরণ করতে যান। জামা'তী বইপুস্তকও তিনি বিক্রয় করেন, এতে তবলীগি যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। একদিন তার কাছে নিজ এলাকা থেকে ত্রিশ কিলোমিটার দূরের একজন অ-আহমদীর ফোন আসে যে, তিনি পবিত্র কুরআনের সোয়াহিলী অনুবাদ ক্রয় করতে চান। মুয়াল্লেম সাহেব বলেন, কুরআন করীম তো তার নিকটবর্তী এলাকা থেকেও পাওয়া যাবে। কিন্তু সেই ব্যক্তি বলে যে, জামা'তের অনুবাদ এবং তফসীরের রীতি আমার খুব পছন্দ। একথা সঠিক যে, অন্যরাও (অনুবাদ) করেছে, কিন্তু জামা'তী অনুবাদের রীতি আমার পছন্দ, কেননা সেটি বিবেকসম্মত। তাই আমি এই অনুবাদই নিতে চাই।

বেলাল সাহেব মালিতে মুবাল্লিগ হিসেবে কাজ করছেন। তিনি বলেন, আহমদীয়া জামা'ত পবিত্র কুরআনের প্রদর্শনীর আয়োজন করার সৌভাগ্য লাভ করে। একজন ছাত্র স্টলে আসেন। তার কাছে পবিত্র কুরআনের ফরাসি ভাষায় অনুবাদের পরিচয় তুলে ধরে বলা হয় যে, বর্তমান অনুবাদগুলোর মাঝে জামা'তের ফরাসি ভাষার অনুবাদ সবচেয়ে উত্তম। এতে **সেই যুবক** বলেন যে, তার ঘরেও পবিত্র কুরআনের অনুবাদ রয়েছে যা জামা'তের অনুবাদের চেয়ে উত্তম। যাহোক, তিনি নিজের ঘরে যান এবং সেখান থেকে কুরআন শরীফ নিয়ে আসেন। আর এক ঘণ্টার অধিক সময় ব্যয় করেন এই কথা বলার প্রক্রিয়ায় যে, আমাদের অনুবাদ, অর্থাৎ অ-আহমদীদের অনুবাদ উত্তম। তিনি উভয় অনুবাদের তুলনা করতে থাকেন।

তার ন্যায়পরায়ণ স্বভাব ছিল। যাহোক, অবশেষে এ কথা বলতে বাধ্য হন যে, জামা'তের অনুবাদ খুবই উন্নত মানের আর সত্যিকার অর্থে এর দ্বারা পবিত্র কুরআন অনুধাবন করা অত্যন্ত সহজসাধ্য। এরপর তিনি পবিত্র কুরআনের এক কপি ক্রয় করে সাথে নিয়ে যান।

জামা'তের শিক্ষা ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনাসমগ্রের কল্যাণে মুসলমানদের মাঝেও কীভাবে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এবং আল্লাহ্ তা'লার ওপর বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, পবিত্রচেতারা (কীভাবে) সুপ্রভাব গ্রহণ করছেন, (এ সম্পর্কিত) একটি ঘটনা বর্ণনা করছি। **জোহাটে**'র বইমেলায় জেলিমোস সাহেব নামে এক বন্ধু আসেন। (পেশায়) তিনি একজন কম্পিউটার প্রকৌশলী। তিনি স্টলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবি এবং জামা'তের বই-পুস্তক দেখতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর তিনি অশ্রুভেজা কণ্ঠে কর্তব্যরত মুবাল্লিগ সাহেবকে বলেন, আজ আমি যদি একজন মুসলমান হিসেবে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে থাকি তাহলে তা কেবল আহমদীয়া জামা'তের কল্যাণেই। এটি আমার প্রতি জামা'তের এক বিরাট অনুগ্রহ। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি কি আহমদী? আপনার প্রতি জামা'ত কী অনুগ্রহ করেছে? উত্তরে তিনি বলেন, আমি আহমদী নই বটে কিন্তু আমি ক্রমশঃ ধর্ম থেকে দূরে যেতে যেতে নাস্তিক হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু বাড়িতে আমার বাবার কাছে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) রচিত আহমদীয়া জামা'তের কিছু পুরনো বইপুস্তক রাখা ছিল। আমি সেসব বইপুস্তক পাঠ করি। এসব বইয়ে হযরত মির্যা সাহেব আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে যেসব যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন সেগুলো আমার চোখ খুলে দিয়েছে। আমি নির্বাক হয়ে গিয়েছি এবং আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের ওপর আমার বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে আহমদীয়া জামা'তের সাহিত্যের মাধ্যমে নাস্তিকদেরও পুনরায় (আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে) বিশ্বাস জন্মে। এরপর বলেন, এখন আমি নিয়মিত আহমদীয়া জামা'তের ওয়েবসাইটে পড়াশোনা করি। আহমদীয়া জামা'ত ইসলামের স্বপক্ষে যেসব দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করে এর মাধ্যমে আমার ঈমান দৃঢ় হয় এবং আমার জ্ঞান বাড়ে। আহমদীয়া জামা'তের কল্যাণে আমি আজ মুসলমান।

পাশ্চাত্যের কোনো কোনো দেশ তথা সুইডেন, ডেনমার্ক প্রভৃতি (দেশে) যেখানে পবিত্র কুরআনের অবমাননা করা হয়, সেখানেই যখন ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা তুলে ধরা হয় তখন এসব বিরোধীদেরই আচরণ পাল্টে যায়। অতএব আজ একমাত্র আহমদীয়া জামা'তই পবিত্র কুরআনের মর্যাদা ও মহিমা সমুন্নত করার এবং এর সত্যিকার শিক্ষা প্রচারে তৎপর। একজন জার্মান মহিলার ঘটনা এটি। জামা'তের বই-পুস্তক এবং পবিত্র কুরআন প্রদর্শনীতে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়াদি প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়, বিভিন্ন বিষয়ের বরাতে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হয় যা প্রমাণ করছিল যে, ইসলাম কোনো সন্ত্রাসবাদের ধর্ম নয়। সেই ভদ্রমহিলা বলেন, আপনাদের জামা'ত তো সহজ ও সাবলীলভাবে ইসলামকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। এখন ইসলাম এবং কুরআনের বিরোধিতা করার আর কোনো যৌক্তিকতা নেই।

পবিত্র কুরআনের প্রচার ও ইসলামী শিক্ষামালা সমৃদ্ধ রচনাবলীর মানুষের ওপর কীরূপ প্রভাব পড়ে সে সম্পর্কে আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করছি। প্রতিবেদক বলেন, গোলাঘাট বইমেলাতে একজন মুসলমান অধ্যাপিকা শাবানা ইয়াসমীন সাহেবা আমাদের বুকস্টল দেখে খুবই আনন্দিত হন আর সোজা এসে অহমিয়া ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ হাতে তুলে নেন, (এই প্রদর্শনীটি ভারতের আসামে হচ্ছিল;) এবং তার সহকর্মী অধ্যাপক সাহেবকে বলেন, আজ আমার এক স্বপ্ন সত্যি হলো। দীর্ঘদিন ধরে আমি অহমিয়া ভাষায় অনূদিত পবিত্র কুরআনের সন্ধানে ছিলাম। আমার একজন শিক্ষক বেশ কয়েকবার আমার কাছে অহমিয়া ভাষায় অনূদিত পবিত্র কুরআন চেয়েছিলেন, কিন্তু আমার কাছে পবিত্র কুরআনের এই অনুবাদ না থাকার কারণে আমি তাঁকে দিতে পারি নি। এ কারণে আমার গভীর লজ্জা হতো এবং নিজের মুসলমান হওয়া নিয়ে আক্ষেপ হতো। আমার শিক্ষকের মৃত্যুর পর আজ আমি এই কুরআন পেয়েছি, যদি এর মূল্য হাজার হাজার রুপিও হতো তবুও আমি সে সময় অবশ্যই তা ক্রয় করতাম। এটি শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যে, এমন দূরদূরান্তের অঞ্চল যেখানে মুসলমানদের কাছে পবিত্র কুরআন এবং অন্যান্য ইসলামী মৌলিক বইপুস্তকও নেই, সেখানে আহমদীয়া জামা'ত বুকস্টল খুলে তাদের ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রয়োজন পূরণ করছে।

একজন হিন্দু মহিলার নাম হলো ধিমাজী বানতী দোবারাস যিনি ভগবান শিবের মন্দির বানাচ্ছেন এবং তার প্রচার করেন। তিনি আমাদের বুকস্টল দেখে আশ্চর্য হন যে, এই অঞ্চল যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা অনেক কম সেখানে একটি ইসলামী স্টল খোলা হয়েছে। তিনি আমাদের স্টলে এসে আলোচনা করেন এবং আনন্দিত হয়ে ফিরে যান। পরের দিন তিনি পুনরায় স্টলে আসেন এবং স্টলে উপস্থিত সবার জন্য ফলফলাদি নিয়ে আসেন, এছাড়া পবিত্র কুরআন দেখে খুবই আনন্দিত হন। তিনি পবিত্র কুরআন ক্রয় করে বলেন যে, আজ আমার জীবনের একটি স্বপ্ন আপনারা পূর্ণ করেছেন। (তিনি) পবিত্র কুরআন ক্রয় করেন এবং তা নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে ধরেন আর এর সাথে ছবি তুলেন।

পূর্ব ইউরোপের দেশ চেক রিপাব্লিক। সেখানকার মুবাল্লিগ বলেন যে, একজন যুবক আমাদের স্টলে আসে আর বলে, আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, খোদা তা'লার অস্তিত্ব রয়েছে কিন্তু এটি বুঝতে পারছিলাম না যে, কোন ধর্ম আমাকে খোদা তা'লা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। আমি দীর্ঘদিন যাবত অনেক ধর্ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করে দেখেছি, কিন্তু এখন আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আহমদীয়া জামা'তই সকল সমস্যার সমাধান উপস্থাপন করে যার মাধ্যমে আমার হৃদয় ও আত্মা প্রশান্ত হয়। এখানে আমি আধ্যাত্মিকতা

অনুভব করি। এখন এই মোল্লারা বলুক, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা মানুষের মন-মস্তিষ্কে কারা পৌঁছে দিচ্ছে?

আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে তবলীগের পথ সুগম করেন– এরও ঈমানোদ্দীপক বিভিন্ন ঘটনা রয়েছে। পাকিস্তানে আমাদের ওপর পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, কিন্তু অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করে দেন।

গিনি বিসাও-এর মুবাল্লিগ লিখেন, গত ডিসেম্বরে কেপ ভার্ড আইল্যান্ড সফর করি। সফরের সময় এ বিষয়ের গভীর প্রয়োজন অনুভব করি যে, আমাদের জামা'তের রেডিও অনুষ্ঠান থাকা উচিত যার মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ে জামা'তের বাণী পৌঁছানো সম্ভব, কিন্তু অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সেখানে জামা'ত নিবন্ধিত হচ্ছিল না যে কারণে রেডিও স্টেশন খোলা সম্ভব হচ্ছিল না। তিনি বলেন, সফর সম্পন্ন করার পর গিনি বিসাও থেকে অনেক লিফলেট ছেপে কেপ ভার্ড মিশন (হাউসে) প্রেরণ করা হয় এবং তা ব্যাপক সংখ্যায় বিতরণ করা হয়। তিনি বলেন, জনৈক বন্ধু লিফলেট পড়ার পর জামা'তের মিশন হাউজে ফোন করে বলেন, (আমি) জামা'ত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই। এভাবেই তার সাথে সাক্ষাৎ হয় এবং তাকে জামা'ত সম্পর্কে অবহিত করা হয়। তিনি বলেন, আপনারা আপনাদের শিক্ষা রেডিওতে কেন প্রচার করেন না? তখন তাকে বলা হয়, আমরা চেষ্টা করছি কিন্তু রেডিওতে অনুষ্ঠান পাচ্ছি না। তখন সেই ভদ্রলোক বলেন, আমার নিজেরই রেডিও স্টেশন রয়েছে আর আমি রেডিও স্টেশনের পরিচালক। আপনারা আমার রেডিওতে অনুষ্ঠান করতে পারেন এবং জামা'তের বাণী প্রচার করতে পারেন। এভাবেই আল্লাহ্ তা'লা একটি নতুন পথ খুলে দিয়েছেন।

মালির মুবাল্লিগ লিখেন, মালির বার্ষিক জলসায় 'কোলিকোরো' অঞ্চলের একটি গ্রাম থেকে একজন বন্ধু আহমদ তুরে সাহেব আসেন। তিনি বলেন, বর্তমানে মালিতে একটি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যারা নামায ও ইসলামের স্তম্ভগুলোকে ততটা গুরুত্ব দেয় না, কিন্তু তারা মুসলমান। (তারা না মেনেও মুসলমান আর আহমদীরা মেনেও অমুসলমান!) আর তিনি বলেন যে, তিনি এই ফির্কারই সদস্য কিন্তু তার মনে শান্তি ছিল না। পুণ্য প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। (তিনি) বলেন, আমরা যদিও একথাই বলি যে, ইসলামের স্তম্ভসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কোনো প্রয়োজন নেই, নামায পড়ারও প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমার হৃদয় এতে আশ্বস্ত নয়। একদিন তিনি রেডিও অন করেন আর সেটি ছিল আহমদীয়া জামা'তের রেডিও (চ্যানেল) আর তাতে নামায পড়ার রীতি শেখানো হচ্ছিল। তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে তা শোনেন এবং পরবর্তীতে তিনি বারবার জামা'তের রেডিও (অনুষ্ঠান) শ্রবণ করেন আর এতে তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, এরাই সত্যিকার মুসলমান। কিন্তু গ্রামবাসীরা বলে, সমস্ত আলেম-ওলামা তো এদেরকে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করেছে। তিনি বলেন, আমি এখানে লোকদেরকে নামায পড়তে, তাহাজ্জুদ পড়তে দেখে আমার হৃদয় আশ্বস্ত হয়। আমি ধর্ম সম্পর্কে খুব বেশি জানি না; ইসলাম সম্পর্কে যতটুকু জানি আজ তা নিজ চোখে দেখেছি আর আমি আহমদীয়া (জামা'তে) যোগদান করছি।

যেমনটি আমি বলেছি, সর্বশেষ শরীয়তের গ্রন্থ পবিত্র কুরআন পাঠ করা, শোনা (এমনকি) নিজের কাছে রাখাও পাকিস্তানে আহমদীদের জন্য নিষিদ্ধ আর অনেক বড় একটি অপরাধ। এটি সেই গ্রন্থ যার মাধ্যমে আহমদীয়া জামা'ত বিশ্বময় ইসলামের বাণী পৌঁছাচ্ছে এবং বিশ্ববাসীর সংশোধন করছে।

মাইক্রোনেশিয়ার মুবাল্লিগ শারজিল সাহেব বলেন, কিছুদিন পূর্বে **সাইমন গেডেন** নামের এক ব্যক্তি (আমাদের সাথে) যোগাযোগ করে পবিত্র কুরআনের একটি কপি সংগ্রহ করেন। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর হঠাৎ করে একদিন তার বার্তা আসে যে, আমি সাক্ষাৎ করতে চাই। মসজিদে এসে বলেন, আমি সারা জীবন গভীরভাবে বাইবেল অধ্যয়ন করেছি কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও এর শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম হয় নি, কিছুই বুঝতে পারি নি। কিন্তু যখন থেকে পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করি, মনে হলো এর প্রতিটি শব্দ যেন সোজা হৃদয়ে গেঁথে যাচ্ছে। তিনি এতে আশ্চর্য হচ্ছিলেন যে, এটি কেমন করে হলো যে, আমি সারা জীবন ভুল (পথে) ছিলাম এবং পবিত্র কুরআনের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিলাম! এরপর তিনি তার মায়ের কাছে যান এবং তাকে বলেন, মসজিদে যাচ্ছি এবং ইসলামে গ্রহণ করতে যাচ্ছি। তার আত্মীয়স্বজনরাও সেখানে উপস্থিত ছিল; তারা বলে, বড় ভুল করতে যাচ্ছ। অনেক বকাঝকা করে। তখন তিনি বলেন, আপনাদের যা খুশি তা করতে পারেন কিন্তু আমি মনের দিক থেকে মুসলমান হয়ে গেছি। (মুরব্বী সাহেব) বলেন, সাইমন সাহেব যখন আমাকে এ কথা বলেন তখন তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ে। তিনি শুধুমাত্র জামা'তভুক্তই হন নি বরং পরম বীরত্বের সাথে ইসলামের তবলীগও করেন।

আহমদীয়া জামা'তের মাধ্যমে কীভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সদাত্মাগণ ইসলামে প্রবেশ করছেন– এ সম্পর্কে স্পেনের আমীর সাহেব লিখেন, জনৈক স্প্যানিশ বন্ধু **ফ্রান্সিসকো পিসোস** সাহেব দীর্ঘদিন গবেষণার পর ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে মুসলমান হন। ইসলামকে সত্য ধর্ম বলে মনে করতেন কিন্তু মুসলমানদের বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখে দুশ্চিন্তিত থাকতেন আর এ বিষয়টি অনুধাবন করতেন যে, হযরত আলী (রা.)'র যুগের পর মুসলমানরা আর ঐক্যবদ্ধ হতে পারে নি; (ইসলামের কিছু ইতিহাস তিনি পড়েছিলেন;) এখন খিলাফত ব্যবস্থাপনার অধীনেই (মুসলমানরা) পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। (কিন্তু) খিলাফত ব্যবস্থাপনা তিনি কোথায় খুঁজবেন? ২০২৩ সালের মার্চ মাসে আমাদের আহমদী (সদস্য) তারেক সাহেবের সাথে তার যোগাযোগ হয়। তিনি তাকে আহমদীয়াত সম্পর্কে গবেষণা করার পরামর্শ দেন। অতএব তিনি তিন মাস আহমদীয়াত সম্পর্কে গবেষণা করেন আর মন পরিষ্কার হওয়ার পর বয়আত করেন। এখন নিয়মিতভাবে জুমু'আ ইত্যাদিতে আসেন।

তাজাকিস্তান নিবাসী একজন বন্ধু হলেন খুরুমুভ তুরগান সাহেব। বর্তমানে কিরগিজস্তানে বসবাস করছেন। তিনি বলেন, আমি এখানে কাশগরে কাজ করি। কর্মস্থলে আহমদী সদস্যরাও রয়েছেন; (তিনি কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেছেন।) আমি প্রায় তিন বছর তাদের সাথে জামা'তের ব্যাপারে কথা বলেছি। তাদের সাথে কথোপকথন শেষে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, আহমদীয়া জামা'তই প্রকৃত ইসলাম আর ইমাম মাহদী (আ.)-ই মসীহ্ মওউদ, আর মসীহ্ নাসেরি তথা হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যু বরণ করেছেন। এরপর আমি বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই। তিনি দোয়ার অনুরোধ করেছেন যে, দোয়া করুন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে জামা'তের কাজ করার সৌভাগ্য দিন এবং মুত্তাকী বানান এবং বয়আতের দশটি শর্ত পালন করার তৌফিক দান করুন।

রাশিয়ার মুবাল্লিগ আতাউল ওয়াহিদ সাহেব লিখেন, এক যুবককে আল্লাহ্ তা'লা ইসলাম আহমদীয়াতের দিকে আকৃষ্ট করেন। দেড় বছর পূর্বে তার সাথে যোগাযোগ হয়েছিল। এই যুবক একটি ছোট গ্রামের বাসিন্দা আর তার পিতা ধর্ম থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। কিন্তু মারসেলের স্ত্রী খ্রিস্টান অর্থোডক্স চার্চের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। এই যুবক মারসেলের বড় ভাই খ্রিস্টান কিন্তু তার পিতার জাতীয়তার কারণে তার মনোযোগ

ইসলামের দিকে নিবদ্ধ হয়। তার পিতা পূর্বেই মুসলমান ছিলেন। তিনিও মুসলমানদের সুন্নি ধর্মমত গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার পরও তিনি বলেন, শিক্ষা সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন মাথায় আসতো, স্থানীয় মৌলভী এর সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারতো না। এই অস্থিরতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছিল আর এর মাঝেই আল্লাহ্ তা'লা ইন্টারনেটের মাধ্যমে আহমদীয়া জামা'ত রাশিয়ার সাথে তার যোগাযোগ স্থাপন করে দেন। এখান থেকে মারসেল সাহেব তার প্রশ্নগুলোর সন্তোষজনক উত্তর পাচ্ছেন। তার বক্তব্য হলো, অনেক স্থান থেকে ইসলাম সম্পর্কে বুঝার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু প্রকৃত ইসলাম আহমদীয়াতেই পেয়েছেন। অতএব, তিনি বয়আত গ্রহণ করেন।

ফিলিপাইনের মোবাল্লেগ ইনচার্জ বলেন, এখানে একটি দ্বীপ রয়েছে যেখানে **১৩৯** ব্যক্তি বয়আত করেছেন। বয়আত গ্রহণকারীদের মধ্যে একটি স্কুলের অধ্যক্ষ এবং দুইজন ইমামও অন্তর্ভুক্ত। চারজন মসজিদের ইমাম বয়আত করে আহমদী হয়ে গেছেন। একটি মসজিদের ইমাম হাজি ঈসার বক্তব্য হলো, তিনি যেই মসজিদের ইমাম এখন সেটি আহমদীয়া জামা'তেরই মসজিদ। একজন বন্ধু এই মসজিদ সংলগ্ন কিছু জমি জামা'তকে দান করেছেন যেটাতে এই বছর মিশন হাউজ বানানোর পরিকল্পনা রয়েছে যেন স্থায়ীভাবে মোয়াল্লেমের পদায়ন সম্ভব হয়। এই ইমাম সাহেব আর্থিক কুরবানী করেন, শুধু অর্থ নেন না। তার দোকান রয়েছে, ব্যবসা রয়েছে, আর্থিক কুরবানীও করেন। একদিন বলেন, আমি একদিন পাঁচশত পেসো আর্থিক কুরবানী করেছি আল্লাহ্ তা'লা আমার ঈমানকে দৃঢ় করার জন্য পরের দিনই আমাকে অপ্রত্যাশিতভাবে এক লক্ষ পেসো উপার্জনের ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং এভাবে পবিত্রচেতা লোকদের পথনির্দেশ দেন।

মালির সাকাসো অঞ্চলের মুবাল্লিগ লিখেন, মারওয়ান কোলিবালি সাহেব আহমদীয়া মিশন হাউজে আসেন এবং বলেন, তিনি বয়আত করতে আগ্রহী। তিনি বলেন, আমি আহমদীয়া রেডিও আগ্রহের সাথে শুনতাম এবং জামা'তের অধিকাংশ কথায় সন্তুষ্ট ছিলাম। কিন্তু বয়আত করতে মন টানতো না। গতকাল যখন রেডিও শুনতে শুনতে আমার চোখ লেগে যায় তখন স্বপ্নে দেখি, আকাশে চাঁদ অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং চাঁদে দুইজন ব্যক্তির ছবি দেখা যাচ্ছে। একটি ছবি বড় এবং একটি ছবি ছোট। নিকটেই দাঁড়িয়ে শিশুরা হৈ চৈ করছে যে, এটি ইমাম মাহদী (আ.) এবং তাঁর খলীফার ছবি; তিনি এসে গেছেন। মারওয়ান সাহেব বলেন, এরপর স্বপ্নে তিনি নিকটে দাঁড়ানো এক বয়স্ক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেন, আপনিও কি ছবি দেখতে পাচ্ছেন? স্বপ্নেই সেই বুযুর্গ নেতিবাচক উত্তর দেন। কিন্তু তিনি বলেন, আমার হৃদয় আশ্বস্ত হয়ে যায় যে, আহমদীয়া জামা'তই সত্য জামা'ত যারা ইমাম মাহদীর আগমনের ঘোষণা দিচ্ছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং খলীফাদের ছবি দেখানো হলে তিনি মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বড় ছবি দেখে চিনতে পারেন। পাশে আমার ছবিও ছিল যা দেখে তিনি বলেন, এই ব্যক্তিকেই আমি স্বপ্নে দেখেছি।

স্পেনের আমীর সাহেব লিখেন, এ বছর কার্লোস সাহেব বয়আত করেছেন। তিনি আগেই মুসলমান হয়েছিলেন। তার নাম আবদুস সালাম রাখা হয়েছিল। তিনি স্বপ্নে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখেছিলেন, হুযূর তাকে শান্তির প্রতি আসার আহ্বান জানিয়েছেন। স্বপ্নের পর তার স্ত্রী তাকে একদিন ইন্টারনেটে কিছু দেখাচ্ছিলেন তখন তার দৃষ্টি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবির ওপর পড়ে। তখন তিনি বলেন, ইনিই তো সেই ব্যক্তি যিনি আমাকে স্বপ্নে শান্তির প্রতি আহ্বান জানান। এরপর তিনি আহমদীয়াতের বিষয়ে গবেষণা

শুরু করেন এবং এর কিছুদিন পর পুনরায় স্বপ্ন দেখেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে বলেন, আমিই ইমাম মাহদী ও মসীহ্। এই স্বপ্নের পর তার হৃদয় আহমদীয়াতের সত্যতা মেনে নেয়, কিন্তু বয়আত করেন নি এবং গবেষণা করে যাচ্ছিলেন। তৃতীয় বার পুনরায় তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে স্বপ্নে দেখেন যখন তাঁর (আ.) চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ ছিল। এরপর তিনি দ্রুত জামা'তের সাথে যোগাযোগ করে বয়আত করেন।

বিরোধীদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও নতুন আহমদীরা বিস্ময়করভাবে তাদের ঈমানের দৃঢ়তার প্রমাণ দেন। বুরকিনা ফাসোর মেহেদীয়াবাদের একজন নাসের সাঈদ ওযেকা সাহেব বলেন, যখন আমাদের গ্রামের অধিকাংশ মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণ করেন তখন সৌদি আরবে বসবাসকারী আমার এক আত্মীয় পুরো ব্যয়ভার বহন করে আমাকে নিজ খরচে সৌদি আরবে নিয়ে যান। সেখানে যাওয়ার পর তিনি আমাকে বায়তুল্লাহ্ শরীফ যিয়ারত করাতে গিয়ে বলেন, এগুলো ইসলামের পবিত্র স্থান। ইসলামের সূচনা এখান থেকে হয়েছিল, পাকিস্তানে নয়; তাই এখানে প্রতিষ্ঠিত ওয়াহাবী আকীদা অবলম্বন করো আর আহমদীয়াত পরিত্যাগ করো। আমি বললাম, তুমি কি এজন্য আমাকে এখানে এনেছ? জবাবে সে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে। এরপর আমি বলি, আমি এই পবিত্র স্থানের ছায়ায় দাঁড়িয়ে দোয়া করছি, আমার জীবনে আহমদীয়াত ছাড়ার মতো কোনো পরিস্থিতি যেন না আসে। কা'বা গৃহে আমি এই দোয়া করি, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে এর পূর্বে ঈমানের অবস্থায় মৃত্যু দিও। কখনো এমন যেন না হয় যে, আমি ঈমান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবো। তিনি বলেন, এরপর আমি দ্রুত বুরকিনা ফাসো ফিরে আসি। কিন্তু ঐশী তকদীর এমন ছিল যে, তার সেই আত্মীয় অন্য আত্মীয়দের সাথে দেখা করতে বুরকিনা ফাসো আসলে আলহাজ্জ ইবরাহীম বিদিগা সাহেবের তবলীগে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। যা-ই হোক, তিনি বলেন, যে আমাকে শিকার করতে চাচ্ছিল সে নিজেই আহমদীয়াতের শিকার হয়ে গেল।

বিরোধিতার মাঝেও অবিচলতা সম্পর্কে বুরকিনা ফাসোর আমীর সাহেব বর্ণনা করেন, ডোরি অঞ্চলের মোয়াল্লেম ওমর ডিকো সাহেব বলেন, একদিন ওয়াহাবী মোল্লাদের একটি দল তার ঘরে আসে এবং আহমদীয়াত পরিত্যাগ করার আদেশ দেয়, 'নতুবা তোমাকে হত্যা করা হবে' বলে হুমকি দেয়। ওমর ডিকো সাহেব বলেন, আমাকে হত্যা করতে পারো, কিন্তু আহমদীয়াত পরিত্যাগ করার প্রশ্নই আসে না আর তবলীগ থেকেও আমি বিরত থাকব না, তবলীগ করা অব্যাহত রাখব। এরপর তারা রাগান্বিত হয়ে চলে যায়। পরের দিন কিছু সশস্ত্র মানুষ তার বাড়িতে আসে। তখন আহমদী ভাইয়েরা তাকে ডোরি চলে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। সেই রাতে মোয়াল্লেম সাহেব তার পরিবারসহ দোয়া করতে থাকেন এবং আল্লাহ্‌র কাছে পথনির্দেশনা চান। মোয়াল্লেম সাহেব স্বপ্নে ইসমাঈল নামে এক ব্যক্তিকে দেখেন। সেই ব্যক্তি বলেন, হে ওমর! তুমি কোথায় যাচ্ছ? তিনি উত্তর দেন, ডোরি যাচ্ছি। জবাবে সেই ব্যক্তি বলেন, ঠিক আছে। অতএব এই স্বপ্ন দেখার পরের দিন সকালে তিনি হিজরত করেন এবং তাকে এক রিকশাচালক নিরাপদে সেখানে পৌঁছে দেন।

ডোরি পৌঁছতেই তার স্ত্রীর ফোন আসে যে, সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা এসেছে এবং আপনাকে খুঁজছে। এভাবেই আল্লাহ্ তা'লা তার প্রাণ রক্ষা করেন।

নাইজেরিয়ার অওসন স্টেট-এর এক গ্রামের অধিবাসী বদর আদরিমী সাহেবের আহমদীয়াত গ্রহণ করার তৌফিক হয়েছে। তিনি কৃষি কাজ করেন এবং আহমদীয়াত গ্রহণ করার পূর্বে গ্রামে আমাদের জামা'তের এক বিরোধী গ্রুপের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। সে গ্রামের আহমদীয়া জামা'তের মিশনারি সাহেব বলেন, (বদর আদরিমী সাহেবের বক্তব্য,) আমাকে

জামা'ত সম্বন্ধে জানালে আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কিছুদিন গবেষণা করার পর আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করি। বয়আত করার পর গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। আমাকে বলা হয়েছিল যে, তিন মাসের মধ্যে যদি তুমি আহমদীয়াত পরিত্যাগ না করো তাহলে তোমার ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে দিব। অনেক দুশ্চিন্তা হলো। একদিন আমি ক্ষেতে কাজ করতে গেলে প্রচণ্ড ঝড় শুরু হয়। তিনি বলেন, আমার নিশ্চিত ছিলাম যে, আমি যখন বাসায় ফিরব তখন দেখবো, আমার ঘর সেই ঝড়ের লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। যাহোক, যখন বাড়িতে পৌঁছলাম তখন দেখলাম, আমার বাড়ির ডানে-বামে সমস্ত ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আনুমানিক ৫০টির অধিক ঘর ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। শুধুমাত্র ঘরের ছাদই নয় বরং সমস্ত বাড়িঘরই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। আর তখন মাথায় বিরুদ্ধবাদীদের সেই কথাও স্মরণ হচ্ছিল যে, যেহেতু তুমি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছ এজন্য একদিন যখন তুমি ফিরে আসবে তখন নিজের ঘরবাড়ি ধ্বংস ও বিধ্বস্ত অবস্থায় দেখবে। আমি দোয়া করি যে, হে আল্লাহ্! যদি এ জামা'ত তোমার জামা'ত হয়ে থাকে এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সেই প্রতিশ্রুত মাহদী হয়ে থাকেন যার শুভ সংবাদ মহানবী (সা.) দিয়েছিলেন তাহলে আমার ঘরবাড়ি ধ্বংস হতে দিও না। যা-ই হোক, যখন বৃষ্টি থেমে গেল তখন আমি আমার ঘরে প্রবেশ করলাম। দেখলাম সমস্ত কক্ষ সুরক্ষিত রয়েছে এবং কোনো ধরনের ক্ষতি হয় নি, যদিও আশেপাশের সমস্ত ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তিনি বলেন, এ ঘটনার পর আহমদীয়াতের সত্যতার ওপর আমার ঈমান আরো দৃঢ় হয়ে যায় এবং আমি এই দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করি যে, এ জামা'ত প্রকৃতপক্ষেই একটি ঐশী জামা'ত। যা-ই হোক, পৃথিবীর বহু দেশে আল্লাহ্ তা'লার এই আচরণ অর্থাৎ সর্বত্র আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে দৃশ্যমান হয় যিনি আমাদেরকে সত্যিকার ইসলামের শিক্ষা দিয়েছেন। এসব ঘটনাবলী আহমদীয়া জামা'তের সত্যতার সবচেয়ে বড় দলিল। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে এসব বিষয় মানুষের ঈমানকে আরো সুদৃঢ় করে যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীবাসীর চোখ খুলুন এবং তাদের ঈমান ও বিশ্বাসে সমৃদ্ধ করুন।

এখন কিছু প্রয়াত ব্যক্তিবর্গের স্মৃতিচারণ করব। কিন্তু পাশাপাশি এটিও বলে দিচ্ছি যে, বর্তমানে করোনা ভাইরাস পুনরায় বিস্তার লাভ করছে; এজন্য এ বিষয়ে লোকজনের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

প্রয়াতদের স্মৃতিচারণে প্রথমে শ্রদ্ধেয় পীর জিয়াউদ্দিন সাহেবের সহধর্মিনী শ্রদ্ধেয়া আমাতুল হাদী সাহেবার কথা উল্লেখ করা হবে। ইনি হযরত ডাক্তার মীর মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেবের (রা.) কন্যা ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে ৯২ বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার পুত্র পীর শাব্বির আহমদ ইসলামাবাদের নায়েব আমীর এবং ব্রিগেডিয়ার দবির আহমদ ফজলে ওমর হাসপাতালের পরিচালক, তিনি অবসরের পরে ওয়াকফ করেছেন। তার দুইজন কন্যা রয়েছে। তার পুত্র লিখেছেন, আমরা ভাই-বোনেরা ছেলেবেলা থেকেই আমাদের মাকে সর্বদা নামায এবং কুরআন তেলাওয়াতে অভ্যস্ত এবং নিয়মিত চাঁদা প্রদানকারী পেয়েছি। এমটিএ দেখা তার নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাস ছিল। জামা'তের বিভিন্ন তাহরীকে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিতেন। তাহরীকে জাদীদের দফতর আউয়ালের নিয়মিত চাঁদাদাতা ছিলেন। ১৯৭১ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে আমাতুল হাদী সাহেবার স্বামী ব্রিগেডিয়ার জিয়াউদ্দিন সাহেব পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশে অবস্থান করছিলেন। সেখানেই তিনি লম্বা সময় অতিবাহিত করেন। পীর দবির সাহেব বলেন,

আমার মা এবং ছোট বোনও সেখানে ছিল। কিছুদিন পর মা এবং ছোট বোনকে বাবা পাঠিয়ে দেন কিন্তু তিনি দুশ্চিন্তায় থাকতেন, অথচ কখনো নিজের দুশ্চিন্তা সন্তানদের কাছে প্রকাশ করতেন না বরং আমাদেরকে সাহস যোগাতে থাকতেন। ছয় মাস পর ব্রিগেডিয়ার সাহেব সেখান থেকে ফিরে আসেন। ঈদে সর্বদা এ উপদেশ দিতেন যে, গরীবদের খেয়াল রাখো, তাদেরকে ঈদী দাও। হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এ প্রতি বছর দুবার বড়ো অঙ্কের অর্থ প্রেরণ করতেন যার উল্লেখ ডাক্তার নূরী সাহেবও করেছেন; কুঁয়া, টিউবওয়েল স্থাপন, বাচ্চাদের পড়াশোনার জন্য, গরীবদের খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য (ভূমিকা রাখতেন)।

তার মেয়ে আমাতুল কবীর তালআত বলেন, তিনি উচ্চঃস্বরে তিলাওয়াত করতেন, কারো গীবত করতেন না এবং অন্যদেরও এ কাজ থেকে বিরত রাখতেন। খিলাফতের সাথে অনেক ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। নিয়মিত এমটিএ দেখতেন, খুতবা শুনতেন এবং আমাদেরকে সর্বদা বুঝাতেন যে, জামা'তের বইপুস্তক পাঠের অনেক উপকারিতা রয়েছে। তার নিজেরও এতে অনেক আগ্রহ ছিল এবং অধ্যয়নরত বই সর্বদা তার শিয়রে রাখা থাকত। অনেক মিশুক এবং সম্পর্ক রক্ষাকারী ব্যক্তি ছিলেন। তার দৌহিত্রী বলেন, আমরা যখনই কুরআন করীমের নতুন কোনো সূরা মুখস্থ করতাম তিনি আমাদেরকে পুরস্কার দিতেন, উৎসাহিত করতেন। তিনি বলেন, আমার মনে আছে, ফজরের নামাযের পর নিয়মিত তসবীহ ও দীর্ঘ দোয়া করতেন এবং আমাকেও এরূপ করার উপদেশ প্রদান করতেন। সকালে কাজকর্ম সেরে কুরআনের তফসীর পড়তেন। হাদীকাতুস সালেহীন পড়তেন, রূহানী খাযায়েন পড়তেন, তারপর নাস্তা করতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার সাথে ক্ষমাসুলভ ও অনুগ্রহের আচরণ করুন, পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার পুণ্যসমূহ তার সন্তানদের মাঝেও অব্যাহত রাখুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ শ্রদ্ধেয় সাকেব কামরান সাহেবের যিনি আমাদের ওয়াকেফে যিন্দেগী এবং নায়েব উকিল অডিও ভিডিও ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ৪২ বছর বয়সে ঐশী তকদীর অনুযায়ী মৃত্যু বরণ করেছেন। ডাক্তারদের ধারণা হলো, ফুড পয়জনিং (বা খাদ্যে বিষক্রিয়া) হয়েছিল। কিন্তু এ দুঃখজনক ঘটনাও ঘটেছে যে, সাকেব সাহেবের মৃত্যুর প্রায় ৪৫ মিনিট পূর্বে তার এক ছেলে আরেফ কামরান সাহেব মৃত্যু বরণ করেছিল যে একই খাবার খেয়েছিল, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। সাকেব কামরান সাহেবের প্রপিতামহ হযরত চৌধুরী মওলা বখশ সাহেব গুরুদাসপুর জেলার তালওয়ান্ডি ঝুমলা নামক স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন। কামরান সাহেব ওয়াকফ করেন, জামেয়াতে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে পাশ করে বিভিন্ন স্থানে পদায়িত ছিলেন। তাকে আল্লাহ্ তা'লা এক মেয়ে এবং দুই ছেলে সন্তান দান করেছেন। রোমেসা কাশেফার বয়স ১৭ বছর, গালেব কামরানের বয়স ১৩ বছর এবং তৃতীয় সন্তান যে ছেলে ছিল, সে তার সাথে মৃত্যু বরণ করেছিল। গোটা পরিবার এতে আক্রান্ত হয়েছিল। বাকিদেরকে আল্লাহ্ তা'লা রক্ষা করেছেন।

জামেয়া পাশ করার পর তিনি নাযারাত ইসলাহ ও ইরশাদ মাকামীতে নিযুক্ত হন। অতঃপর হাদীস বিষয়ে গবেষণা করার জন্য তিনি নির্বাচিত হন। এরপর তিনি ওকালত তালিম তাহরীকে জাদীদের অধীনে আরবীর উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য সিরিয়াতে প্রেরিত হন, কিন্তু সেখানকার পরিস্থিতি বা অন্য কারণে ফেরত আসেন। তারপর ডিসেম্বর ২০১৮ সালে তাহরীকে জাদীদের স্টুডিও চালু হলে তাকে নায়েব উকীল অডিও ভিডিও তাহরীকে জাদীদ-এর দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এবং আমৃত্যু তিনি এই পদেই সেবা প্রদান করছিলেন। আল্লাহ্

তা'লা তাকে ১৮ বছর সেবা করার সৌভাগ্য দান করেন। তার মা সাদেকা বেগম সাহেবা বলেন, কামরানের জন্ম ওয়াকফে নও-এর তাহরীকের পূর্বে হয়েছিল। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-কে আবেদন জানান যে, আমার ছোট দুই ছেলেকে ওয়াকফে নও-এর অন্তর্ভুক্ত করে নিন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তার আবেদন গ্রহণ করেন এবং অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তার স্ত্রী বলেন, তিনি অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন যা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন।

সচেতনতার সাথে নামায আদায় করতেন, খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন, জামা'তের আমানতের সুরক্ষাকারী, আত্মীয়দের সাথে নিষ্ঠা ও ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপনকারী, যত্নবান এবং জামা'তের প্রত্যেকের প্রতি সহমর্মী ছিলেন আর চেষ্টা থাকত যেন নিজের সন্তানদেরও উত্তমরূপে তরবিয়ত করা যায়। তার মা-ও লিখেছেন, কুরআন করীমের এই নির্দেশ- **"নিজ পিতামাতার সামনে উফ পর্যন্ত বলো না"** অনুসারে সে উঁচু আওয়াজে কথা বলত না। অন্যের গোপনীয়তা রক্ষাকারী এবং দপ্তরের গোপন বিষয়াদির সুরক্ষাকারী ছিলেন। তার স্ত্রী বলেন, আমরা বাইরে থেকে কোনো কথা শুনে তাকে জিজ্ঞেস করতাম যে, এই এই আলোচনা হচ্ছে; বলুন তো ব্যাপার কী? তখন তিনি বলতেন, এটি আমানত, আমি তোমাদেরকে কিছু বলতে পারব না। বাজামা'ত নামায আদায়ের প্রতি গভীর মনোযোগ ছিল। সন্তানদেরও উপদেশ দিতেন এবং স্ত্রী-সন্তানদের খেয়াল রাখা ও তাদের চাহিদা পূর্ণ করার বিষয়ে সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। সমস্ত আত্মীয়ের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। তার কন্যা রোমেসা বলেন, আমার পিতা অত্যন্ত বিনয়ী, পুণ্যবান, দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল, বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, অনুগত এবং নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায়কারী ছিলেন। তরবিয়ত করার অসাধারণ পদ্ধতি ছিল। চোখের ইশারায় কথা বুঝিয়ে দিতেন। সর্বদা উত্তম তরবিয়ত করার চিন্তায় মগ্ন থাকতেন এবং সর্বদা বলতেন, তোমরা ওয়াকফে-নও, তাই নিজের এই (উৎসর্গের) কথা স্মরণ রাখবে। তিনি বলেন, অনেক কথা আমি তাকে জিজ্ঞেস করে নিতাম, সেগুলোর জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রে কখনো দ্বিধাগ্রস্ত হতেন না, পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন।

রোহান আহমদ মুরব্বী সিলসিলা যিনি বর্তমানে কারাবন্দি আছেন তিনি বলেন, আমি তার প্রশিক্ষণ এবং তত্ত্বাবধানে দীর্ঘ সময় কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। সর্বদা এক স্নেহশীল বন্ধুর ন্যায় আমাকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি কোমল স্বভাবের, উন্নত ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং সর্বোত্তম নেতৃত্ব দানকারী ছিলেন। তিনি জামা'তের একজন নিষ্ঠাবান সেবক ছিলেন। তার দানশীলতা এবং সহানুভূতিশীলতা অতুলনীয় ছিল। এই কারাবন্দিদের জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের দ্রুত মুক্তির উপকরণ সৃষ্টি করুন এবং মরহুমের সাথে আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা এবং কৃপার আচরণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার উত্তরাধিকারীদের, স্ত্রী সন্তানদের ধৈর্য ও সাহস প্রদান করুন এবং তার সন্তানদের মাঝে তার পুণ্য অব্যাহত রাখুন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ কোতোনো বেনিনের প্রফেসর ডাক্তার মুহাম্মদ ইসহাক দাউদা সাহেবের। তিনিও কিছুদিন পূর্বে ষাট বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি বেনিনের দাউদা বংশের ছিলেন যারা বেনিনে সর্বপ্রথম আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিল। বেনিনের সর্বপ্রথম আহমদী শ্রদ্ধেয় মরহুম যিকরুল্লাহ্ দাউদ সাহেব তার বড় চাচা ছিলেন। তার পিতা মরহুম ঈসা দাউদ সাহেব তাহিয়াত বেনিনের নায়েব আমীর ছিলেন। ১৯৮০ সালে তিনি যখন ছাত্র ছিলেন তিনি মরহুম যিকরুল্লাহ্ দাউদ সাহেবের তবলীগে

আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। আহমদীয়াত গ্রহণের পর তার বড় চাচার সাথে তার পিতা তবলীগ করতে থাকেন এবং কিছুদিন পর তার তবলীগে তার মা এবং পিতাও আহমদী হন। ২০২২ সালে সেনেগালের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাণিবিদ্যায় পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। এরপর ফেরত এসে বেনিনে প্রাকো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। নিজ যোগ্যতায় অনেকে দেশীয় এবং বিদেশী কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করতেন। দীর্ঘ সময় খোদ্দামুল আহমদীয়া বেনিনের সদর হিসেবে সেবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। ছাত্রজীবনেই তিনি ওসীয়্যত করেছিলেন এবং বেনিনের আহমদীদের মাঝে প্রাথমিক পর্যায়ের, বরং লিখিত আছে, তিনি সর্বপ্রথম মূসী হওয়ার সম্মান লাভ করেছেন।

তার স্ত্রী রেহানা দাউদ সাহেবা যিনি এখন লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবিয়ত তিনি বলেন, আমি বিয়ের পর আমার স্বামীর তবলীগে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি। তিনি আমাকে ইয়াসসারনাল কুরআন এবং এরপর কুরআন মজীদ পড়িয়েছেন। অত্যন্ত পুণ্যবান ও ধার্মিক মানুষ ছিলেন, মানুষের কষ্ট লাঘবকারী, গরীবের সাহায্যকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। জামা'তের কাজের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন, নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায়কারী ছিলেন। আমাকে স্মরণ করাতেন আর বলতেন, ঘরে কুরআন করীম পাঠ করতে থাক যেন আমাদের ঘরে আল্লাহ্ তা'লার রহমত বর্ষিত হয়।

তিনি আরো বলেন, তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী ডীন পদে নিযুক্ত হন তখন একদিন এক মহিলা কান্না করতে করতে তার কাছে আসেন আর বলেন, আমার কন্যা ফেল করছে, তাকে পাশ করিয়ে দিন। সে যদি পাশ না করে তাহলে আমার স্বামী তার ফিসও দিবে না আর তাকে মারধোরও করবে। সেই মহিলা বড় অংকের অর্থ নিয়ে এসেছিলেন আর বলেন, এগুলো আপনি রেখে দিন। তিনি বলেন, অর্থ দিয়ে যদি পাশ হওয়া যায় তাহলে গরীবরা তো কখনোই পাশের মুখ দেখবে না। তিনি বললেন, তুমি যে অর্থ ঘুষ হিসেবে নিয়ে এসেছ তা তুমি নিজের কাছেই রাখো; তার ওপর আমি তো একজন আহমদী, তাই আমি এ কাজ করতে পারি না। এমনটি করো, তুমি এ থেকেই ফিস দিয়ে দিও আর যদি কম পড়ে তাহলে আমি আরো অধিক ফিস দিয়ে দিব। কিন্তু এই যে আবেদন, ঘুষ নিয়ে পাশ করানো– এটা সম্ভব নয়। যাহোক, তিনি সেই অর্থের থলি সেখানে রেখে চলে যান। পরে তার স্ত্রী দেখান যে, একটি থলে পড়ে আছে। তিনি তা উঠিয়ে হিসাবরক্ষকের কাছে নিয়ে যান, সেখান থেকে ঠিকানা নিয়ে সেই মহিলার বাড়িতে যান আর সেই মহিলা জিজ্ঞেস করেন, আপনাকে আমার ঘরের ঠিকানা কে দিয়েছে, কেননা আপনি তো আমাকে চিনেন না? তিনি বলেন, আমাকে ইউনিভার্সিটির অ্যাকাউন্টেন্ট দিয়েছে। যাহোক, তিনি হিসাবরক্ষকের কাছে যান এবং তাকে অর্থ দেন আর তাকে বলেন, তাকে যেন অর্থ ফেরত দেয়া হয়।

এ বিষয়ে ইউনিভার্সিটির মিটিং ডাকা হয় আর সেখানে এই সমস্ত বিষয় উত্থাপন করা হয়। সেখানে সকল প্রফেসর বা এক্সিকিউটিভ যারা একত্রিত হয়েছিলেন তারা বলেন, তিনি তো তিন লাখ ফ্রাঙ্ক নিয়ে এসেছিলেন, এখানে তো দেড় লাখ রয়েছে! সেখান থেকে হিসাবরক্ষকই নয়-ছয় করেছিল। যাহোক, তার বিরোধীরা চাচ্ছিল, তার বিরুদ্ধে ঘুষের অভিযোগ দায়ের করে তাকে সহকারী ডীনের পদ থেকে অপসারণ করতে; কিন্তু এতে তারা সফল হয় নি। ইউনিভার্সিটির লোকজন এবং অন্যান্য বন্ধুরাও পরবর্তীতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত মানুষ ছিলেন। সর্বদা নিজ এলাকার গরীব বিধবাদের খোঁজখবর রাখতেন, কারো কারো ঘর মেরামত করে দিতেন, সন্তানদের স্নেহ করতেন আর প্রত্যেক সদস্যকে ভালোবাসতেন। মৃত্যুর পর তার স্মৃতিচারণের জন্য প্রাকো ইউনিভার্সিটির

কৃষি বিভাগের বেশ কয়েকজন প্রফেসর এসেছিলেন। বিভাগের ইনচার্জ প্রফেসর ড. ইব্রাহিম বলেন, তিনি অত্যন্ত বিনয়ী এবং সৎ মানুষ ছিলেন। ইউনিভার্সিটিতে 'পাপা বুনর' নামে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। 'পাপা বুনর' ফরাসি শব্দ যার অর্থ হলো, প্রত্যেককে বরকত দানকারী। প্রত্যেক সাহায্যপ্রার্থীকে যা পকেটে থাকত তা দিয়ে সাহায্য করতেন, কখনো খালি হাতে বিদায় করতেন না। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস ছিল।

মহানবী (সা.), হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং খিলাফতের প্রতি ইসহাক দাউদা সাহেবের অসাধারণ ভালোবাসা ছিল। মহানবী (সা.)-এর প্রতি তার ভালোবাসা এমন ছিল যে, তিনি দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ্! মহানবী (সা.)-এর বয়স ৬৩ বছর, তাই এর চেয়ে অধিক বয়স আমাকে দিও না।' একজন মুবাল্লিগকে তিনি বলেছেন, তিনি ফ্রান্সে গিয়েছিলেন হার্টের সার্জারির জন্য; তিনি হৃদরোগী ছিলেন। তখন তার হাতে 'আলাইসাল্লাহু'র আংটি পরা ছিল। ডাক্তার যখন তা খুলতে চাচ্ছিলেন তখন তিনি বলেন, এই আংটি খুলবেন না, এটি আমার মৃত্যু পর্যন্ত আমার সাথে থাকবে, কেননা এটিই আল্লাহ্ তা'লার কৃপা যা আমি সর্বদা স্মরণ রাখি।

সেখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত আমীর ও মুবাল্লিগ ইনচার্জ মিয়া কমর বলেন, আমি যখন প্রাকোর রিজিওনাল মুবাল্লিগ ছিলাম, (তখন দেখেছি) যতটাই তিনি বেতন পেতেন শুরুতেই নিজের ওসীয়্যত এবং অন্যান্য চাঁদা একটি খামে ভর্তি করে মসজিদে নিয়ে আসতেন আর বলতেন, আমার রশিদ কেটে দিন। সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল থাকতেন এবং প্রত্যেক বিপদ ও সমস্যার সময় এটিই বলতেন যে, আমি দোয়া করছি আর যুগ খলীফাকেও দোয়ার জন্য লিখেছি, আল্লাহ্ তা'লা সহজ করে দিবেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ছাড়াও দুই কন্যা এবং দুই পুত্র সন্তান রেখে গেছেন। বড় কন্যা স্নেহের মুকসেদা দাউদা কৃষিতে পিএইচডি করছেন। দুই পুত্র রাকিব দাউদা এবং মাসরূর দাউদা কম্পিউটারের ওপর পড়াশোনা করছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তানদেরকেও তাদের পিতার পথে পরিচালিত করুন আর মরহুমের সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন এবং তার মর্যাদা উন্নীত করুন। নামাযের পর জানাযার নামায পড়ানো হবে, ইনশাআল্লাহ্।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)